দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সুনামগঞ্জে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ

কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন জরুরী

আজিজুল ইসলাম চৌধুরী ঃ সুনামগঞ্জের অনেক গ্রামেই সরকারী কিংবা বেসরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের সময়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ্রুপিং মারামারি ও হানাহানি হয়ে থাকে। এমন কি তাদের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের কারণে কমিটি গঠন করতে বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। এছাড়া কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দলাদলির কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এতে বিদ্যালয়ে পাঠদানসহ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মূলত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালের পদ্ধতিগত সুযোগ নিয়েই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দ্বন্দ্ব ও গ্রুপিং করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই গ্রামাঞ্চলের এ ধরনের দ্বন্দ্ব গ্রুপিং রোধ এবং এই নাজুক অবস্থার উন্নয়নে ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে আরো উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন করা যায় কিনা তা সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ উর্ধ্বতন মহলের ভেবে দেখা উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। সাম্প্রতিককালে জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে সদর থানার মোহনপুর ইউনিয়নের নারকিলা গ্রামের প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের দ্বন্দ্বে সংঘাতের দিকে মোড় নেয়। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় ইউ/পি চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে দু'পক্ষের উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে। কমিটি গঠিত হলেও অপর পক্ষ এখনও এই কমিটিকে মেনে নিতে পারছে না। এছাড়া একই ইউনিয়নের জগজীবনপুর গ্রামের প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের সময়ে অনুরূপভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। অবশ্য পরবর্তীতে এলাকার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় বিরোধ মিটমাট হয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি সদর থানার মুড়ারবন্ধ ও নোয়াগাঁও গ্রামে এ ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিলেও কোন সংঘাত ছাড়া মিটমাট হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। তবে ইতিপূর্বে মুড়ারবন্ধ সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ম্যানজিং কমিটি গঠন নিয়ে দু'পক্ষের মারামারিতে খুনের মতো ঘটনা ঘটেছে। এই খুনের মামলা এখনও আদালতে চলছে।

কমিটি গঠন হয় ম্যানুয়াল অনুযায়ী। ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। এই ১১ জন সদস্যই সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্ধারণ করবেন। পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবেন সাধারণ সম্পাদক। ১১ জনের মধ্যে ৫ জন সদস্য হবেন গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক সদস্য। ৩ জন সদস্য হবেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের মনোনীত সদস্য। ইউপি চেয়ারম্যানের মনোনীত এই ৩ জন সদস্য নিয়েও অনেক সময় গ্রামে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ চেয়ারম্যানের অত্যন্ত অনুগত লোকদেরই কমিটিতে মনোনীত করার কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে বেশীর ভাগক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতির পদ নিয়েই দেখা দেয় বিরোধ। এই বিরোধের কারণে শিক্ষকরাও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের পক্ষাবলম্বন করার জন্য শিক্ষকদের চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। অনেক সময় ভয়ভীতিও দেখানো হয়ে থাকে।